সুপ্র-সাপ্তাহিক ২০০০ গোল টেবিল

‘বিশ্বব্যাংক আইএমএফ-এর পরামর্শ বৈষম্য বাড়াচ্ছে’

অন্যায় বাণিজ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী গণপ্রতিরোধ সপ্তাহ (১০-১৬ এপ্রিল ২০০৫) উপলক্ষে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ১৫ এপ্রিল ২০০৫ শুক্রবার ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান এবং সাপ্তাহিক ২০০০ যৌথভাবে গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। গোলটেবিলে বক্তব্য রাখেন উন্নয়ন সমুন্নয়ের ড. আতিউর রহমান, বাংলাদেশ নারীপ্রগতি সংঘের রোকেয়া কবীর, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সহ-সম্পাদক কবীর হোসেন, জাতীয় পার্টির যুগ্ম মহাসচিব সাদেক সিদ্দিকী, অ্যাডভোকেট মালিকা পারভীন, সুপ্র’র যুগ্ম সচিব এএইচএম বজলুর রহমান, সাংবাদিক আসজাদুল কিবরিয়া প্রমুখ। গোলটেবিলে প্রারম্ভিক রচনা উপস্থাপন করেন কোস্ট ট্রাস্টের মোঃ শামছুদ্দোহা এবং দ্য নিউ এইজের তানিম আহমেদ। সুপ্র সচিবালয় প্রধান আমিনুর রসুল এবং সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা সভা সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন

ev t_‡K W. AwZDi ingvb, Awgbi imj, †Mvjvg †gv‡ZvRv I Zwbg Avn‡g`

মূল প্রবন্ধে মোঃ শামসুদ্দোহা বলেন, বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরাষ্ট্রীকরণ ও বেসরকারি খাতকে সহযোগিতা প্রদানের নামে সেবা খাতসমূহ যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, টেলিযোগাযোগ, কৃষি সেবা, জ্বালানি, পানি সম্পদ ইত্যাদি বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং কিছু খাত চূড়ান্ত বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে বাংলাদেশে বিকল্প শিল্পায়ন নিরুৎসাহিত হওয়ায় বিদেশী পণ্যের আমদানি দিনকে দিন বাড়ছে। এমনকি বাংলাদেশের অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাস-কয়লাভিত্তিক বিকল্প শিল্প গড়ে উঠতেও তাদের আপত্তি। বাংলাদেশের তেল, গ্যাস উৎপাদন, নিয়ন্ত্রণ ও বন্টনকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলার সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান ‘বাপেক্স’-এর তেল, গ্যাস উত্তোলনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও প্রয়োগিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাংক এ খাতের বিরাষ্ট্রীকরণের পরামর্শ দিয়েছে। তিনি আরো বলেন, আইএমএফ-এর ঋণ শর্তের মোদ্দা কথা হলো, সরকারের ব্যয় সংকোচন ও বৈদেশিক মুদ্রার পর্যাপ্ত রিজার্ভ নিশ্চিত রাখা। আইএমএফ বাজার উদারীকরণ, ভর্তুকি তুলে নেয়া ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা তুলে নেয়ার কথা বলেন।

অন্যদিকে এডিবি কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে এডিবির ঋণ সাহায্য সর্বনাশ ডেকে এনেছে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের। এর বাস্তব উদাহরণ হলো এডিবির অর্থায়নে চিংড়ি চাষের নামে চকোরিয়া সুন্দরবনের ২২০০ একর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংস। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির রপ্তানি চাহিদা থাকায় ৭০ দশকের এডিবি’র অর্থায়িত অন্য এক প্রকল্প দারিদ্র্য বিমোচনের

নামে মধুপুর এলাকায় সমূলে ধ্বংস করছে প্রাকৃতিক বনাঞ্চল এবং চালু করেছে কাঠ উৎপাদনকারী একক প্রজাতির আবাদ। তিনি আরো বলেন, WTO চুক্তি মোতাবেক উন্নয়নশীল দেশসমূহ তার মোট কৃষি উৎপাদনের শতকরা ১০ ভাগ কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান করতে পারবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষিতে ভর্তুকি দিচ্ছে মাত্র ০.৩% এবং ইন্ডিয়া কৃষিতে ভর্তুকি দিচ্ছে মাত্র ৭%। ইন্ডিয়াতে কৃষকরা তাদের সেচ-বিদ্যুতের শতকরা ৮০% খরচ ভর্তুকি পায় কিন্তু বাংলাদেশে বোরো উৎপাদনের সময়ে ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করা হয়।

নিউ এজ-এর সাংবাদিক তানিম আহমেদ বলেন, বিশ্বব্যাংক আইএমএফ নির্দেশিত পিআরএসপি অনুসারে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর কথা হলেও এতে বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, সরাসরি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মধ্যে ব্যাপক অসমতা বিরাজ করছে। কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য যদি বেপারির কাছে বিক্রি করে মাত্র ১.৫ টাকায়, সেখানে বেপারি সেই পণ্য আড়তে বিক্রি করে ৪.৫ টাকায় এবং ভোক্তা সেই পণ্য ক্রয় করে ৫ টাকায়। এই চিত্র হতে আমরা দেখতে পাই মধ্যস্বত্বভোগী দালালরা ২০০% বেশি লাভ করে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হয়ে থাকে আমাদের দেশের প্রান্তিক কৃষক ও আমাদের মতো ভোক্তা। সরকার যদি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মধ্যে এই ব্যাপক অসমতা কমিয়ে আনতে ব্যর্থ হয় তবে ক্রমান্বয়ে আয়ের বৈষম্য বাড়তে থাকবে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে এএইচ এম বজলুর রহমান বলেন, আশির দশক থেকে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা উন্নয়নের জন্য যে সব বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ সাহায্য দিয়েছে যা জাতীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রমান্বয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলেছে। এতে করে যা আয়ের বৈষম্যকে বৃদ্ধি করেছে। ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘের আমিনুর রহমান প্রশ্ন রাখেন গরিব মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আমরা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করি কিন্তু আমরা কি তাদের কথা, তাদের সমস্যা শুনে এই সব স্বাক্ষর করি? আমরা কি স্বাক্ষরিত চুক্তি, নীতিমালা তাদের জানার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি?

জাতীয় পার্টির অতিরিক্ত মহাসচিব সাদেক সিদ্দিকী বলেন, হাইব্রিড বীজ ও কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষুদ্র উদ্যোগকে ধ্বংসের মুখে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের ফলে বড় বড় বিনিয়োগ এখন কৃষিকে টার্গেট করে নেমে পড়েছে, যা দারিদ্র্যতাকে বাড়িয়ে তুলেছে। কারণ ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক কৃষক তাদের শ্রম বিক্রি করা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। প্রতিযোগিতার কথা বলে তাদের ন্যূনতম মজুরি অধিকার নিশ্চিত করার পরিকল্পনাকে বাদ দেয়া হয়েছে। তিনি এনজিওদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেন।

e³e¨ ivL‡Qb mv‡`K wmwÏKx

সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা বলেন, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো মুখে গণতন্ত্রের কথা বলেন কিন্তু বাংলাদেশ সামরিক সরকারের সময়ই বেশি সাহায্য পেয়েছে। কারণ সামরিক সরকারের কাছে জবাবদিহিতা কম এবং থাকে সহজেই অনেক কাজ করিয়ে নেয়া যায়।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মালেকা পারভীন বলেন, কারণ বাংলাদেশের এক এক এলাকার সমস্যা এক এক রকম। তাই এইসব এলাকার মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে বিদেশীদের চাপিয়ে দেয়া কৌশল কোনো কাজে আসবে না।

বিএনপিএস-এর নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর বলেন, দেশের প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত না করে বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণে কর্মসংস্থানকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং বিশ্বঅর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতিকে সম্পৃক্ত করে নীতিনির্ধারণীতে চিন্তা করতে হবে।

প্রদীপ-এর চেয়ারম্যান ডা. আব্দুল লতিফ মল্লিক বলেন, খাবার আমদানি করা যাবে কিন্তু চরিত্র আমদানি করা যাবে না। এ সাহায্য আমাদের চরিত্রকে নষ্ট করছে। দাতা সংস্থা সবসময় আমাদের চাপ দেয় জিডিপি বৃদ্ধি করার জন্য কিন্তু জিডিপি বৃদ্ধি পেলেই দারিদ্র্য হ্রাস পাবে বাস্তবে তা সম্ভব নাও হতে পারে।

সাংবাদিক আসজাদুল কিবরিয়া বলেন, সম্পদের প্রবাহ ক্রমেই শহরমুখী হচ্ছে এবং অর্জিত প্রবৃদ্ধি সুষমহারে বন্টিত হচ্ছে না। দাতা সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখাগুলোকে তৃণমূল পর্যায় থেকে ক্রমশ গুটিয়ে আনছে, ফলে গ্রামের দরিদ্র কৃষক উৎপাদনকালে তাদের প্রয়োজনীয় ঋণের জন্য মহাজন ও এনজিওদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে যদি গ্রামের মানুষের মধ্যে এর সুফল পৌঁছে দেয়া না যায় তাহলে জিডিপি বৃদ্ধি পেলেও কোনো লাভ হবে না।

অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান বলেন, পিআরএসপি-এর প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ কতখানি ছিল সেটা যদি আলোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে কোনো গণবিতর্ক হয় নাই, কোনো মিডিয়া বিতর্ক হয় নাই, কোন রাজনৈতিক বিতর্ক হয় নাই। এমনকি সংসদ সদস্যরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন নাই, সরকারিদল তাদের নিজেদের ভিতর কোনো আলোচনা করেন নাই। ফলে এটা কার্যত দাতা পরামর্শ নির্ভর একটা ডকুমেন্টস হয়ে রয়ে গেছে। তিনি বলেন, মাত্র ৫৯ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রবাহ গ্রহণ করার জন্য আমাদের আইএমএফ-এর ভুল সিদ্ধান্ত মেতে নিতে হচ্ছে। আইএমএফ এতোদিন বলেছে, সুদের হার কমাও। এখন আবার বলছে সুদের হার বাড়াও। এভাবে তাদের নির্দেশনা অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা তৈরি করছে। আমাদের ঋণের প্রয়োজন নাই। আমাদের রেমিটেন্সের মাত্র ৫০% আসে ব্যাংকের মাধ্যমে বাকি ৫০% আসে হুন্ডির মাধ্যমে। বৈধভাবে সম্পূর্ণ টাকা আনার চেষ্টা করলে কোনো সাহায্যই লাগছে না। তিনি আরো বলেন, আমাদের কৃষক ও কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ভিন্নতা আছে, এখানে কৃষি উৎপাদনকে গুরুত্ব দেয়া হলেও কৃষকের উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। আমরা গ্রাম থেকে টাকা তুলে আনছি নিয়মিত ও প্রতিনিয়ত কিন্তু তাদেরকে দেয়া হচ্ছে না কিছুই। ড. আতিউর আরো বলেন, প্রবৃদ্ধি যদি অংশগ্রহণমূলক না হয় তাহলে এই বৈষম্য বাড়তে থাকবে। এদেশের যে সব অর্জন তা আমরা করেছি কারো পরামর্শ অনুযায়ী নয়। '৯০ দশকের পর আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল শক্তি ছিল এদেশের কৃষি, যার জন্য কোনো পরামর্শ লাগে নাই। আজকের শহরের চাকচিক্য সব কিছুই এসেছে আমাদের কৃষির বাম্পার ফলন থেকে। আমরা গার্মেন্টস তাদের পরামর্শে শুরু করি নাই কিন্তু সেটাই আমাদের এখন একমাত্র বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান অবলম্বন। এইসব খাতকে আরও শক্তিশালী করার কোনো দিকনির্দেশনা পিআরএসপিতে নেই।

মামুন উর রশিদ